তারিখ ... 19 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

"চবির ছাত্রী হলে তল্লাশি ২০টি কক্ষ সিলগালা"

ইনজেকশন সিরিঞ্জ ও ১০ বস্তা বিতর্কিত বই জব্দ

প্রতিনিধি, চবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে তল্লাশি চালিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত বুধবার সন্ধা সাতটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ তল্লাশি অভিযান চলে। জঙ্গি নুরুল্ল ইসলাম মারজান ইস্যুর পরে চবি ক্যাম্পাসে এটিই প্রথম অভিযান। এতে ছাত্রীদের কক্ষগুলো থেকে প্রায় ২০টি অব্যবহিত ইনজেকশন সিরিঞ্জ, ১০ বস্তা বিতর্কিত বই এবং কয়েকটি ল্যাপটপসহ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস জব্দ করেছে প্রশাসন। অভিযানে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি সিলগালা করা হয়েছে। জানা যায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় অভিযান শুরু হয়। তিন ঘন্টা এ অভিযান প্রীতিলতা, শামসুন নাহার এবং বেগম খালেদা জিয়া হলে চালানো হয়। অভিযানে খালেদা জিয়া হল থেকে বেশি দলীয় বই উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে কী কী উদ্ধার করা হয়েছে সে বিষয়ে তেমন কোন তথ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবাদিকদের জানানো হয় নি। তবে হলগুলোর আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন তথ্য জানা গেছে। অভিযান শেষে চবি প্রক্টর মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা মেয়েদের তিনটি হলেই অভিযান চালিয়েছি। বিপুল পরিমান বই উদ্ধার করা হয়েছে। যে বইগুলো কোন আর্দশ বাস্তবায়নে ব্যবহিত হয়ে থাকে। এমন কিছু বই পাওয়া গেছে যেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে থাকাটা কাম্য নয়। এছাড়া আমরা কিছু মোবাইল ও ইলেট্রনিক্স ডিভাইস জব্দ করেছি। সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' তিনি আরো জানান, কাউকে আটক করা হয় নি। কিছু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক জিঙ্গাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের বিশেষ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।' হলের ছাত্রীরা জানায়, 'প্রশাসনের কাছে আগে থেকেই তথ্য ছিল। সকল কক্ষে অভিযান চালানো হয়নি। শুধু মাত্র টার্গেটিকৃত কিছু কক্ষেই অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। প্রতিলতা হলে ৫ থেকে ৬টি, শামসুন নাহার হলে ৩টি এবং খালেদা জিয়া হলে প্রায় ১২টি কক্ষের তালা কেটে প্রচুর পরিমাণ দলীয় বই ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রি উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রীতিলতা হলের ১১২ নং কক্ষ থেকে দুইটি মোবাইল, সামসুন নাহার হল থেকে একটি ল্যাপটপ, ২টি মোবাইল এবং খালেদা জিয়া হল থেকে অব্যবহিত প্রায় ২০টি ইনজেকশন সিরিঞ্জ, ২টি ল্যাপটপ, ৪ থেকে ৫টি মোবাইল জব্দ করেছে প্রশাসন। খালেদা জিয়া হলের ৪০২ নং কক্ষ থেকে ইনজেকশন সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে। এছাড়া এই হলের ২২০, ২৩৯ এবং ৪৪৬ নং কক্ষগুলোর তালা কেটে বিপুল পরিমাণ বই উদ্ধার করা হয়। এই সিরিঞ্জগুলো দিয়ে মেয়েরা নেশা জাতীয় দ্রব্য শরীরের ভেতরে প্রবেশ করাতো বলে জানিয়েছে একাধিক ছাত্রী। ছাত্রীরা আরও জানায়, তিনটি হলে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি কক্ষ সিলগালা করেছে হল কর্তৃপক্ষ। অভিযানের বিষয়ে হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো. বেলাল উদ্দিন জাহাঙ্গীর বলেন, 'মূলত অভিযানটি ছিল চবি প্রশাসনের। এতে পুলিশের কোন ভূমিকা ছিল না।